মা ল য়ে শি য়া

দু:স্বপ্নের প্রবাস জীবন

হয়তো কোনোদিন দেশে ফেরা হবে না। যদি কোনো দাতা দেশ ফ্রি টিকেট দেয় তাহলেই এই মরণ ফাঁদ হাজতবাস থেকে মুক্তি ... লিখেছেন মামুন সরকার

'৯১ থেকে কাজের সন্ধানে বাঙালিদের আসা শুরু হয় মালয়েশিয়ায়। এক সময় সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত, ওমান এ মানুষ যেভাবে ছুটে গেছে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ঠিক তেমনিভাবে মালয়েশিয়ায়ও ছুটে এসেছে মানুষ। কেউ আকাশপথে। আবার কেউ কম খরচে থাইল্যান্ড হয়ে নদী সাঁতরে জঙ্গল পথে। '৯৭'র মাঝামাঝি পর্যন্ত বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বাঙালিরা কাজ করে সোনার হরিণ দেশে নিয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ এদেশে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের আগে শেয়ার মার্কেটে বড় রকমের ধস নামে। সেই ধস এদেশের গোটা অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে উৎপাদনমুখী বড় বড় মিল-কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। যেসব কোম্পানি-গুলোতে ২/৩ হাজার বাঙালি শ্রমিক কাজ করতো বর্তমানে সেসব কোম্পানিতে চার ভাগের এক ভাগ শ্রমিকও নেই। কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু শ্রমিককে নিজ দায়িত্বে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছু শ্রমিক কোম্পানি থেকে পালিয়ে অবৈধভাবে কাজ করে জীবন বাঁচার লড়াই করে এখনো এদেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। আশা মালয়েশিয়া একদিন আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তর হয়নি। এদিকে মালয়েশিয়া সরকার সব শ্রমিকদের বিদায় ঘন্টার ইঙ্গিত দিয়েছে। ২০০১ সালেই সবার দেশে ফিরে যাবার কথা ছিল। মানবতার খাতিয়ে কি খোদার অশেষ রহমতে আরো এক বছর থাকার সুযোগ দিয়েছে। ২০০১ সালের জুন থেকে আগস্ট মাসে যারা পারমিট রিনিউ করেছে এটাই তাদের শেষ রিনিউ। ২০০২ সালের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে পুরনো সব শ্রমিকদের দেশে ফিরে যেতে হবে। আমাদের সরকার এদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালালে হয়তো আরো ২/৪ বছর থাকার অনুমতি দিতে পারে। কারণ কোম্পানিগুলোও চায় না পুরনো শ্রমিকরা চলে যাক। যদিও এদেশের এজেন্টরা বলছে, শতকরা ৩০ জনকে আগামী ২০০২ সালে পারমিট রিনিউর অনুমতি দিতে পারে। তবে এর কোনো সত্যতা নেই। যদি দেয় তাহলেও ৭০ ভাগ লোককে দেশে চলে যেতে হবে। আমাদের দেশে পাঠিয়ে কম বেতনে শ্রমিক এনে দেয়ার পাঁয়তারা করছে কিছু আদমবেপারী। বিগত সরকার প্রধান শেখ হাসিনা ৩১ আগস্ট ২০০০ এদেশে এসেছিলেন আদমবেপারীদের সাথে। এসেই তিনি ১৮ হাজারের বেশি লোক নতুন করে কলিং-এ আসবে বলে সাইন করেন। এদেশে কর্মরত অবৈধ শ্রমিকদের কি হবে তা ভুলে গেলেন। নতুন করে লোক আনার কাগজে সাইন করার আগে কর্মরত সব অবৈধ বাংলাদেশী শ্রমিকদের বৈধ করে নেয়ার দাবি করতে পারতেন। শেখ হাসিনা নতুন কলিং ভিসায় ১৮ হাজার লোক আনার কাগজে সাইন করলেও কয়েক মাস পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাজার হাজার স্বপ্নবান বেকার যুবক। যারা মালেয়শিয়ায় আসার জন্য জায়গা-জমি, ভিটে-মাটি বিক্রি করে দালালের হাতে টাকা দিয়েছে। আর লাভবান হয়েছে এদেশের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা, এজেন্টসহ বাঙালি আদম বেপারীরা। আমরা চাই নতুন করে এদেশে লোক আসুক। দেশের বেকারদের কর্মসংস্থান হোক। কিন্তু পুরনো শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে নতুন করে লোক পাঠানোর কোন যুক্তি নেই। দেশের বর্তমান সরকারের প্রতি অনুরোধ, প্রবাসীদের দিকে একটু নজর দিন। এদেশের সরকারের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সহস্র প্রবাসীদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ দিন। তা না হলে আর মাত্র কয়েক মাস পর দেশে প্রত্যাবর্তন করবে এক থেকে দেড় লাখ লোক।

গ্রেফতারকৃত অবৈধ বাঙালি

এছাড়াও মালয়েশিয়ায় বর্তমানে হাজার হাজার বাঙালি অবৈধ জীবন যাপন করছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে ফিরে যেতে পারছে না। দেখতে পারছে না বাবা-মায়ের প্রিয় মুখ। তাই অবৈধদের নতুন করে পারমিট অথবা সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে ট্রাভেল পাসে দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও দেশের নীতি-নির্ধারকদের সুনজর কামনা করছি। অপরাধ কিছু করে থাকলে বেকার জীবনের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্যেই করেছে। অবৈধ প্রবাসে জীবন যাপনের ইতি টেনে এখন অনেকে স্বইচ্ছায় দেশে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু এদেশের ইমিগ্রেশন আইন-কানুন ডিঙিয়ে আমাদের কোনোদিনই হয়তো দেশে ফিরে যাওয়া হবে না। অনেক অবৈধ বাঙালি বিভিন্ন ক্যাম্পে দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজন কেউ যদি ট্রাভেল পাস বানিয়ে টিকেট ক্যাম্পে দিয়ে আসে তাহলে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট এক থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে দেশে পাঠিয়ে দেয়। যাদের আত্মীয়-স্বজন, ভাই, বন্ধু নেই তাদের সেই আস্তাকুঁড়ে মুখ থুবড়ে বাঁচার লড়াই করে থাকতে হয়। যদি কোন দাতা দেশ ফ্রি টিকেট দেয় তাহলেই এই মরণ ফাঁদ, হাজতবাস থেকে মুক্তি।

প্যা রি স

উদ্দেশ্য নেত্রী দ্বয়

দেশের প্রধান দুই নেত্রীর কাছে প্রবাসী বাঙালিদের প্রত্যাশাও অনেক...

আপনারা কি বুকে হাত রেখে জনগণের কাছে গিয়ে বলতে পারবেন, আপনাদের আমলে দলীয়করণ, হরতাল, হয়রানি, নারী নির্যাতন হয়নি, সন্ত্রাস হয়নি? আপনাদের আমলা, সাংসদ, মন্ত্রীরা চুরি করেনি? আপনারা বলতে পারবেন টেলি-যোগাযোগের কর্মকর্তারা টেলিফোনের টাকা চুরি করেনি? ইনকাম ট্যাক্সে চুরি হয়নি? বাংলার মাটিতে শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানের মত ব্যক্তিত্বও আর আসবে না, আর দেশের মানুষের শান্তিও ফিরে আসবে না। আমরা যারা বাইরের দেশে থেকে নিজের দেশে যাই কয়েকটা দিন শান্তিতে কাটাবো বলে তাদের হেনস্থার কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কাস্টম, ট্রাভেল, বিমান সব জায়গায় হয়রানি। আপনারা দেশটাকে একবার একটু ভালোবাসুন প্লিজ...।

Amin, 15, Rue Gerando, 75009-Paris , France

থা ।ই ।ল্যা ।ন্ড

বৈষম্য দেশে দেশে

বাংলাদেশের কুলসুম-জরিনাদের মতো এখানেও প্রতি মুহূর্তে লিঙ্গৈক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে নারী

দেশে যখন থাইল্যান্ডের গল্প শুনতাম, মোটামুটি এ ধরনের উপসংহারে পৌঁছানো যেত সে, দেশটি হলো অবাধ যৌনাচারের দেশ। এসব শোনা গল্প থেকে থাইল্যান্ডের যে দৃশ্যটি চোখে ভাসত তা হলো, এখানকার সর্বত্র পতিতাদের আনাগোনা, পথেঘাটে হাঁটাচলার সময় যততত্র অনৈতিক প্রস্তাব দেবে এবং এখানকার ছেলেমেয়েদের অবৈধ মেলামেশার চিত্র। এখানে এসে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মেলামেশা করে এই ধারণাগুলোকে মিথ্যা মনে হচ্ছে। এখানকার মেয়েরা খুবই কর্মঠ। পুরুষের চাইতে মহিলাদেরকেই বেশি কাজ করতে দেখা যায়। শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের মুখে নিরন্তর হাসিখুশি ভাব। এরা পরিবার, বন্ধন এবং আবেগের প্রতি বিশ্বস্ত। আঁটসাঁট পোশাক পরা এদের জীবন সংস্কৃতির অংশ। কোনোমতেই উগ্রতা নয়। কিছুদিন মিশলে শহেজই বোঝা যায়, এই সমাজেও আছে নারীদের প্রতি বৈষম্য, অবহেলা এবং নির্যাতন। একজন 'পেড'-এর কথা বলছি। 'পেড' ক্যাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে টিস্যু কালচার বিষয়ে পিএইচডি কোর্সের শেষ পর্যায়ের ছাত্রী। বিশেষ করে থাইল্যান্ডে কি ধরনের টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্কিড-এর চারা তৈরি করা হয় আমাদেরকে সে বিষয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে। আমরা সবকিছুর নোট ঠিকমত নিচ্ছি কিনা, পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সে তা তীক্ষ্ণভাবে খেয়াল রাখছে। প্রয়োজনে ফটোকপি করে আমাদেরকে তথ্য সরবরাহ করছে। এরই ফাঁকে বিভিন্ন অর্কিড ফুলের মার্কেট এবং নার্সারি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। এতকিছুর মাঝেও সে তার

পিএইচডি কোর্সের ছাত্রী পেড

প্রফেসর এবং ল্যাবের অন্য ছাত্রছাত্রীদের নানা কাজে সহযোগিতা করছে। একদিন পেডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বিয়ে করনি কেন? ত্রিশোর্ধ্ব পেড আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, 'বরং জিজ্ঞেস কর, বিয়ে করতে পারিনি কেন? কারণ আমি সুন্দরী নই এবং আমার পরিবার ততটা সচ্ছল নয়।'

চল্লিশ ছুঁইছুঁই পাসানা বাণিজ্যে স্নাতক হওয়ার পর আমেরিকানদের পরিচালিত একটি কলেজে দুই বছর ইংরেজি শিখেছিল। সচ্ছল পরিবারের মেয়ে পাসানা সুখের সন্ধানে সব ছেড়ে এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে। স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় ব্যাংককে স্বামী এবং সন্তানদের রেখে উপশহর নোনথাবুড়িতে একা বসবাস করছে। পুরনো হয়ে যাওয়া গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি রিকন্ডিশন করে তার জীবন চলে। পকেটে সবসময় থাকে স্বামী এবং সন্তানদের ছবি। কাজের অবসরে পরিশ্রান্ত পাসানা ওদের ছবি সামনে মেলে ধরে আনমনা হয়ে পড়ে প্রায়ই। আধুনিক, সচ্ছল এই নগরীতে অর্থনৈতিক মুক্তির পরেও এরকম শত পেড এবং পাসানার দীর্ঘশ্বাস কমেনি বরং বাংলাদেশের কুলসুম, মরিয়ম ও জরিনার মতই প্রতিমুহূর্তে লিঙ্গ বৈষম্য এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কে জানে হয়ত নিউইয়র্কের মার্গারেট, লন্ডনের ক্রিস্টিনা আর সিডনির মারিয়াও এমনি করে দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপেই হাসিমুখে দিন পার করে দেয়।

জাকির হোসেন
Zakir1971@hotmail.com

ফ্রা ।ঙ্ক ।ফু ।র্ট

অন্য জীবন অন্য দেশ

দেশে দেশে জীবনের কত পার্থক্য...

ভাবতে ভাবতেই কতরকম ভাবনাসুলভ শব্দ সাজিয়ে ফেলছি। ভাবনার জাল, ভাবনার দুয়ার, ভাবনার প্রান্তর, ভাবনার সৈকত আরো কত কি...। ভাবি দেশের কথা, বিদেশ-বিভূই -এর কথা। ভাবনার সুনিপুণ জালে আটকা পড়ে না, এমন বস্তু বোধ হয় বিশ্বব্রহ্মান্ডেই নেই। ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলি রেলিং কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো মাইন নদীর পাড় ধরে। পাতাল রেলের টিকেট কেনার জন্য মানিব্যাগে হাত দিতেই উঠে এলো গোলাকার মুদ্রাটি। ঠিক এরকম খুচরো দুটো মুদ্রা দিয়ে গতকাল এক ঝোলা ফল কেনা হয়েছে। ভাবনার পালকিতে চড়ে এক মুহূর্তে চলে যাই সহস্র মাইল দূরে আমার প্রিয় শহর ঢাকাতে। কে জানে সেখানে এমন এক ঝোলা ফলের কত দাম। ভাবনার বেড়াজাল ছিন্ন হলো প্রচন্ড কোলাহলে। এতো মানুষ তো এর আগে কখনো এ শহরে দেখিনি। এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের আমদানিই বা হলো কোথা থেকে। এ শহরে তো মানুষই দেখা যায় না। বাস, ট্রাম চলে প্রায় যাত্রীহীনভাবে। অথচ এখন কোথাও বিন্দুমাত্র ঠাঁই নেই। সমাধান দিলেন জনৈক ভদ্রলোক। কারিগরি জটিলতায় মাকড়সার জালের মত শহরময় বিস্তৃত পাতাল রেল আপাতত বন্ধ। তাই মানুষজন বেরিয়ে আসছে পাতালপুরী থেকে। কারিগরি ত্রুটি সারানো হলেই শহর আবার ফাঁকা হয়ে যাবে। ভাবনার ফাইল খুলে গেল মুহূর্তেই। সহস্র মাইল দূরে আমার প্রিয় শহরটিতে তো পাতাল রেল নেই। মানুষজন গাড়ি-ঘোড়া, রিকশা, ঠেলাগাড়ি যা আছে সবই তো মাটির ওপরে। ভাবি, এরা বেরসিক নয়তো কি। পাতাল রেল, পাতাল বাজার তৈরি করে এরা শহরের অর্ধেক মানুষকে পাঠিয়ে দিয়েছে আধুনিক পাতালপুরীতে। আমার ভাবনার চর্চার জন্য অবশ্য পাতালপুরী বেশ। শেষ গ্রীষ্মের ছোট হয়ে আসা বিকেলে ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শে দেশের মাঘ মাসের কথা মনে পড়ে যায়।

M.Ismail Hossain (Babu), Friedberger Anlage 3, 60314 Frankfurt, Germany

সি ঙ্গা পু র

জহুরবারু ভ্রমণ

অনুমতি চাইতেই বাদ্য যন্ত্রসহ মঞ্চ ছেড়ে দিল। শুরু করলাম দেশের গান 'ও আমার দেশের মাটি...'

অলসতায় দিন কাটছে। হঠাৎ মনে হলো এই অবসর দিনগুলো কোথাও ঘুরে আসলে বেশ হতো। কিন্তু মনে সাধ জাগলেও লাভ নেই। যদি না মালিকের অনুমতি পাই। অবশেষে অনুমতি চাইলে তিনি নিজেও যেতে চাইলেন। ঠিক হলো মালয়েশিয়ার জহুর বারু ভ্রমণ। বনভোজনের জন্য সব কিছু আয়োজন করলাম। ৭.৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু করে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন পার হয়ে জহুর বারু শহরে হাজির হলাম। একটু একটু শীত। সকাল বেলা রাস্তায় তেমন একটা ভিড় নেই। চলন্ত বাসে নাস্তা খাওয়া। মেনু ছিল রুটি, কলা, আপেল ও কফি। নদীর পাশ দিয়ে আমাদের বাস ছুটে চলল তামান ইউনিভার্সিটির উদ্দেশে। রাস্তার এক পাশে নদী অন্য পাশে একই নক্শার ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। চালগুলো সব টালির এবং হালকা আকাশি রঙের। কোথাও পাহাড় কোথাও সমতল। ডুবে গেলাম স্মৃতির মাঝে '৯৪ সালে খুলনা মংলা বাসের ভ্রমণ কেমন জানি আজকের দিনটির সাথে মিশে যাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। গাড়ি পার্ক করে ২০ রিংগিট দিয়ে এক ব্যাগ ফল কিনলো ডাইভার। ফলগুলো লিচুর মতই, তবে লিচু না। নাম রাম বোতান।

৯.৩০ মিনিটে তামান ইউনিভার্সিটি পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা কিছুটা পার্কের মত। পাশেই নদী। এবারে দুপুরের রান্নার পালা। গাছের নিচেই রান্না শুরু করলাম। ইলিশ, ডাল এবং বসের পরিবারের জন্য মুরগি ফ্রাই। অতঃপর সবাই মিলে হৈ হল্লা করে নদীতে গোসল করলাম। দুপুর ২টায় খাওয়া। সন্ধ্যায় চলে এলাম জহুর বারু শহরে।

বসের পরিবার হোটেল হায়াতে রাত যাপন করল। আমরা চলে গেলাম শ্রী ভাহগিয়া এক বন্ধুর বাসায়। পরের দিন রোববার। আমরা কয়েকজন বন্ধু সিদ্ধান্ত নিলাম কোটা টঙ্গি পাহাড়ের ঝর্না দেখতে যাবো। বাস ছুটে

নদীর পাশে তামান ইউনিভার্সিটি

কোটা টঙ্গী পাহাড়ের ঝর্ণা

চলল। রাস্তার দুই পাশেই বন। কোথাও কোথাও রাবার, পাম্প অয়েল বাগান। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ঝর্নার গেটে। টিকেট নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। ডান পাশে বিশাল কালো পাহাড়। মনে হলো কয়লার স্তূপ। একটু সামনে হাঁটতেই দেখা গেল এক দেড়শ' লোক সাপের খেলা দেখছে। একটু সামনে দেখলাম ঝর্নার পানিতে সাঁতার কাটছে তরুণ-তরুণীরা। তিন দিকেই পাহাড়ে ঘেরা, যার কারণে সূর্যের আলো দেখা যায় না। সিঁড়ি ধরে পাহাড়ে উঠলাম। কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার জন্য শক্ত রেলিং গেঁথে দিয়েছে। উঁচু পাহাড়ের পানি প্রচন্ড জোরে নিচে পড়ছে আবার তা প্রতিফলিত হয়ে দুই আড়াই ফুট উপরে উঠছে এবং প্রচন্ড আঘাতে পানির কণা বাতাসে মিশে ১০০ গজের মত বৃষ্টি হয়ে ঝরছে। রান্নার জায়গা খুঁজতে লাগলাম। কর্তৃপক্ষের মারফত জানতে পারলাম ভেতরে রান্না করা নিষেধ। শুনে সবার মাথায় হাত। শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেলাম। ঝর্না থেকে বেশ দূরে নির্জন এক বনে। হাতে সময় না থাকায় শুধু পোলাও এবং মাংস দিয়ে খাওয়া শেষ করলাম। অতঃপর আবার বেরিয়ে পড়া। ছোট একটা মঞ্চে মালয় অনুষ্ঠান হচ্ছে। শ্রোতামন্ডলীর বড় একটা অংশ বাংলাদেশী। তাদের অনুষ্ঠান শেষ হলো। আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম ছোট একটা অনুষ্ঠানের জন্য। ওদের কাছে চাইতেই ওদের সব বাদ্যযন্ত্র ১ ঘন্টার জন্য আমাদেরকে দিয়ে দিল। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে আগোছালো কিছু কথা দিয়ে সব বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণ জানালাম যারা গাইতে আগ্রহী তারা মঞ্চে আসুন। প্রথমে আমরা দেশাত্মবোধক গান দিয়ে শুরু করলাম। 'ও আমার দেশের মাটি...'। অনুষ্ঠান শেষ হলো। অবশেষে সব আনন্দের ইতি টেনে বাসে গিয়ে বসলাম।

Lokman
Blk. 22 Wood Lands Link
#03-43/44 Woodlands East
Industial Estate, Singapore

টো কি ও

বাংলাদেশ লেখক-সাংবাদিক ফোরাম

সম্প্রতি টোকিও হারাজিকু কুমিন কাইকান হলে বাংলাদেশ লেখক-সাংবাদিক ফোরাম জাপান-এর নিয়মিত দ্বিমাসিক আলোচনা ও পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। সভায় নিয়মিত সদস্য ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আগত দৈনিক প্রথম আলোর সাহিত্য সম্পাদক সাজ্জাদ শরীফ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক লেখালেখির ধারা সম্বন্ধে মতবিনিময় এবং পরে নিজের লেখা অণুগল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি পড়া এবং তা নিয়ে আলোচনা করেন ফোরামের উপদেষ্টা The New Nation ও প্রথম আলোর টোকিও প্রতিনিধি গবেষক অধ্যাপক মঞ্জুরুল হক। ফোরামের সভাপতি ইউএনবি টোকিও প্রতিনিধি NHK কর্মরত সুমন রহমান, ফোরামের সম্পাদক ছড়াকার এবং জাপানের বাংলা কাগজ মানচিত্র সম্পাদক প্রবীর বিকাশ সরকার, সহসভাপতি কাজী ইনসানুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক সজল বড়ুয়া, বাকের মাহমুদ, আরিফুর রহমান মাসুদ ববি, মোতালেব শাহ আয়ুব, আব্দুল আলিম, সাগর সিকদারসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠান শেষে আগামী বিজয় দিবসের বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

ঝিনু রোকন পুরী, 1208-1 Ambori Machi, House No-5. Isesaki city. Gunma, Japan

মক্কা

কোনো এক মা'কে

মা এখন আমি রুগ্ন, ক্লিষ্ট, কেউ বলবে না এ তোমার সেই ছেলে, সেই সোনার ছেলে...

কেউ জানতে চায় না আমরা কিভাবে আছি? কেমন আছি? ৪৭ থেকে ৫০ গরমে চালাতে হয় আমাদের জীবন সংগ্রাম, বাঁচার প্রয়োজনে, অর্থের প্রয়োজনে। পাহাড়ে সেরা যাজিরাতুল আরব মরুভূমির মরুদ্বীপে জনশূন্য আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধতার জীবন কাটে বাংলাদেশী শ্রমিকদের। ১৯৯৭ সালের ৬ জুন পাড়ি দিলাম সৌদি আরব। ভিসা নিয়েছিলাম প্রতিবেশী হাজী বজলের কাছ থেকে। বলেছিলো ফ্রি ভিসা যেখানে ইচ্ছা বা যে কাজ তোমার পছন্দ করতে পারবে। এখানে এসেই বুঝলাম ফ্রি নামে কোনো ভিসা পৃথিবীতে নাই। এখানে এসে কাজের আদেশ হলো সবজির ক্ষেত 'নচিপায়' অর্থাৎ উৎপাদিত সবজি আড়তে বিক্রি করে গাড়ি ভাড়াসহ সব খরচ বাদ দিয়ে আমরা ৪ জনে অর্ধেক আর মালিক অর্ধেক। ভীষণ কষ্ট নতুন ক্ষেতের মাঠ তৈরি করা। বীজতলায় ছড়িয়েছি অনেক পদের বীজ। সকাল ৫টা থেকে রাত ৮/১০টা চালাতে হয় নিয়মিত। কষ্ট সইতে না পেরে এরি মধ্যে পালিয়ে গেল আমাদের একজন। পরদিন সকালে নিয়ে যায় বাকি ৩ জনের 'একামা'। দু'বছর দেখতে পাইনি নিজ টাকায় নেয়া 'একামা'। শেষ হয়ে যায় মাস, মিলে না ২/১ শত রিয়াল। এভাবে কষ্টে যন্ত্রণায় কেটে গেল আমাদের তিনটি বছর। সেদিন দেশ থেকে চিঠি ও ক্যাসেট পেলাম। মা এখন আমি রুগ্ন, বিবর্ণ হয়ে গেছে শরীর। কেউ বলবে না সেই আমি তোমার সুঠামদেহী পূর্ণ যুবক ছেলে। দোয়া করো মা, আমাকে যেন ফিরে আসতে না হয়। যুগ-যুগান্তরে যতো দিন তোমাদের দাবি পূরণ করতে না পারি।

Md. Nurul Absar
P.O Box no-76, Al-Jumum, Holly Makkah, K.S.A

টোকিও

স্টুডেন্ট ভিসা

তরুণদের মধ্যে বাইরের দেশে পড়বার আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। জাপানকে শিক্ষার জন্য বেছে নিতে চাইছেন অনেকেই...

অনেকেই জাপানে পড়াশোনার ব্যাপারে আগ্রহী কিন্তু মনে রাখবেন, জাপানে শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে জাপানি ভাষা। আপনি পিএইচডি করুন আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েটই করুন, আপনাকে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করতে হবে। আর মনোবুশো নিয়ে পিএইচডি করতে এলে তাদেরকে ভাষা শিক্ষার দরকার হয় না। কিন্তু আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে ১-২ বছরের ভাষার কোর্স শিখতে হয়। জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই– এই মর্মে জাপানিজ স্কুল ইউনিভার্সিটিতে চিঠি লিখলে তারা আপনাকে আবেদন ফর্ম পাঠাবে। আবেদন জমা দেবার সময় ২০,০০০-৩০,০০০ ইয়েন দরকার হবে। এরপরে কাগজপত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে যোগ্য হলে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ প্রায় ১ লাখ ইয়েন পাঠাতে হবে এবং সাথে সাথে তারা আপনাকে পরবর্তী কাগজপত্র পাঠাবে। এভাবে পদ্ধতিগতভাবে এক সময় ভিসা পেয়ে যাবেন। এবং এসব কাগজপত্র জাপান অ্যাম্বাসিতে জমা দিয়ে পাসপোর্টে-ভিসা নিয়ে টিকেট করে চলে আসতে পারেন জাপানে। আসার পরে আপনাকে টিউশন ফি ও অন্যান্য খরচ বাবদ প্রায় ৩ লাখ ইয়েন জমা দিতে হবে। কোথাও কোথাও কম বেশিও হতে পারে, এটা ইনস্টিটিউটের ওপর নির্ভর করবে।

আর মনোবুশো কিংবা অন্যকোনো Scholarship নিয়ে এলে এসব কিছুর প্রয়োজন হবে না। মনোবুশোর জন্য প্রতিবছর জুলাই-আগস্টের দিকে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এছাড়াও গুলশানস্থ Japanese cultural center-এও যোগাযোগ করতে পারেন। নিচে কিছু scholarship-এর নাম দেয়া হলো ও সাথে যোগাযোগের ঠিকানা-

1. Jinnai Int. Scholarship Program (For Graduate & Undergraduate)
2. Kansai Paint Scholarship (For Graduate Student)

Inguiry
Association Of Internation Education
Student Affairs Division
4-5-29 Komaba, Meguro-Ko
Tokyo 153-8503, Japan
www.aiej.or.jp (home page)

কোনো ইউনিভার্সিটিতে চিঠি লিখে আমি আপনার ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি কিংবা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট করতে চাই– এভাবে Visa পাওয়া প্রায় দুরূহ ব্যাপার। এতে ২% সম্ভাবনাও থাকে না। আপনাদের সুবিধার্থে কিছু জাপানি স্কুল ও ইউনিভার্সিটির ঠিকানা দিলাম যেখানে আপনারা জাপানিজ ভাষা শিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে কোনো জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করে আসতে পারলে Selection-এর ক্ষেত্রে খুবই পজেটিভ এবং এখানে এসেও আপনাকে তেমন বেগ পেতে হবে না।

1.Administration Bureau
Tohoku University
Sendai, 980-8577, Japan
2.Taisho University, 3-20-1 Nishi sugamo
Toshima, Tokyo, Japan.
E-mail : info@mail.tais.ac.jp
3.Nanzan University, 18 Yamazato-cho
Showa-Ku, Nagoya 466-8673, Japan
4. Jet Academy, 7-8-9 Takinogawa
Kita-Ku.Tokyo 114-0023, Japan.
Mail: jetacademy@nifty.com
5. Foreign student Program
Teikyo University Hachioji Campus
359 Otsuka, Hachioji city
Tokyo 192-0395, Japan
6. japanese Language Course
NIAS, 536 Aba Machi
Nagasaki, 851-0193, Japan

মিঠু
mithu 52@hotmail.com

টোকিও

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০২ নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি বিশাল আয়োজন। স্মারক মুদ্রা বাজারে ছাড়ছে জাপান

জাপান '২০০২ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল' উপলক্ষে গোল্ড, সিলভার ও নিকেল ব্রাশের স্মারক মুদ্রা বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১০০০০ ইয়েন, ১০০০ ইয়েন ও ৫০০ ইয়েনের এই ধাতব মুদ্রাগুলো ২০০২ সালের ৩১ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ফুটবলপ্রেমীরা সংগ্রহ করতে পারবে। ১৫.৬ গ্রাম ওজনের ২৬ মিমি ব্যাসের স্বর্ণমুদ্রায় দু'জন ফুটবল খেলোয়াড়ের প্রতিকৃতি, চেরিফুল, বল ও একটি রামধনু খোদিত আছে। ৩১.১ গ্রাম ওজনের ৪০ মিমি ব্যাসের রৌপ্যমুদ্রায় বিশ্বকাপ ট্রফি, চেরি ও গোলাপ, কোরিয়া ও জাপানের প্রতীক শোভিত। ৫০০ ইয়েনের স্মারক মুদ্রাটি বর্তমান প্রচলিত মুদ্রার আকৃতিতে বিশ্ব মানচিত্র, বল ও ফুল সজ্জিত। ছবিতে স্বর্ণ ও রৌপ্য স্মারক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

বিশ্বকাপ ২০০২ উপলক্ষে স্মারক মুদ্রা

ইয়াজদান হক ইনান, টোকিও, জাপান

ই ৷ টা ৷ লি

বাংলাদেশী শিশুর কৃতিত্ব

ইটালিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের টপকে বাংলাদেশী ছাত্র ৯ বছরের পেদা শিমুল ছিনিয়ে নিয়েছে সুলের বোগেন বৃত্তি

কৃতি ছাত্র পেদা শিমুল

বেইটালির বোনজানো প্রভিন্সের নভলাভান্তে বসবাসরত ৯ বছরের বাংলাদেশী শিশু ছাত্র পেদা শিমুলের মেধায় বিস্মিত হয়েছেন নভলাভান্তের আলিমেনতারীর শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিমুল গেল বছরের জুলাইতে বাবা-মার সাথে ইটালিতে এসে ডিসেম্বরে স্থানীয় ডয়েচ স্কুলে ভর্তি হয়। গত জুন মাসে শিমুল তার মেধার যোগ্যতায় স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের টপকে সুলের বোগেন বৃত্তি ছিনিয়ে নেয়। সে তার ক্লাসের ৬টি সাবজেক্টের ৪টিতেই সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করে। আলমেনতাবীর শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিমুলের অভিভাবককে অনুরোধ করেন যে, তারা শিমুলকে ইটালিতে উচ্চতর ডিগ্রি করাতে চায় এবং সে ব্যাপারে অভিভাবকদের সহযোগিতা চায়। শিমুলের বাবা মোহাম্মদ পেদা বাবুল। মা পেদা শিলা। ১৯৯২ সালে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার মশুরা গ্রামে শিমুল জন্মগ্রহণ করে।

Iffat Ara
Via Molini-16, 39040 Termeno (Bz), Italy

ই ৷ য়া ৷ কো ৷ হা ৷ মা

বাৎসরিক উৎসব

তোমরা কর্মঠ নিষ্ঠার সাথে কাজ করো, কিন্তু তোমাদের দেশের উন্নতি হয় না কেন? চমকে উঠি এমন প্রশ্নে

আমরা যারা জাপানে আছি, তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হই। তেমনি একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম আমাদের ফ্যাক্টরির পরিচালকের কাছ থেকে ফ্যাক্টরির বাৎসরিক উৎসবে। আমরা একটি প্রখ্যাত গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির শাখায় কাজ করি। দেশে বিদেশে এর অনেক শাখা রয়েছে। সাত আটটি দেশের প্রায় ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে এই শাখায়। বাৎসরিক উৎসবে আমরা পাঁচ ছয় বন্ধু আলাপচারিতার সময় ফ্যাক্টরির পরিচালক আসেন এবং আমাদের আলোচনার অংশ নেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, তোমরা বাংলাদেশীরা সবচেয়ে বেশি কর্মঠ এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করছো। আর একটি দেশের উন্নতির প্রধান চাবিকাঠি হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সততা। আর তোমরা এখানে যারা কাজ করছো তাদের মধ্যে এই সব গুণগুলো যথার্থই বিদ্যমান। তাহলে কেন তোমাদের দেশ উন্নতি করতে পারছে না। দেশের সম্মানের কথা চিন্তা করে সেদিন সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি।

Liton, Hadano, Yokohama, Kangawa Ken, Japan

জা ৷ পা ৷ ন

মিচুয়া পার্ক মেলা

মিচুয়া পার্কে প্রতিবছর বসে মেলা। তবে এ মেলা ঢাকার মেলার মত নয়। একটু অন্যরকম

নতুন হবার কারণে মিচুয়া পার্কে মেলা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে অফিসিয়ালি বলে দিল সবাইকে মিচুয়া পার্কে যেতে এবং আনন্দ করতে। আগস্টের ২০/২১-এর দিকেই দেখে এলাম পার্ক সাজানো হচ্ছে বিভিন্ন ফেস্টুন এবং ব্যানারে। বুঝতে বাকি থাকল না। যাই হোক আয়োজন বেশ বড়। প্রথম দিন কাজ থেকে এসে কিছুটা অলসতার কারণে যাওয়া হয়নি। পরদিন সকালে ঘুম থেকে দেরিতে উঠে নিজের কিছু কাজে দেরি করে ফেলা। বিকেল ৪টার দিকে রুমে ফিরে দেখি রুমমেট নেই। বুঝলাম মেলাতে গেছে। মোবাইলে ফোন করতেই বলল চলে আয়। আমরা স্টেজের আশপাশে আছি। কিছুক্ষণ পর এলাম মেলা প্রাঙ্গণে। এসেই চক্ষু চড়ক গাছ। এত লোক। পুরো পার্ক উপচে পড়ছে লোকের ভিড়ে। অবশ্য রোববার অর্থাৎ ছুটির দিন হবার কারণেই লোক আরো বেশি। লোকের ভিড় ঠেলে মূল স্টেজের দিকে যাত্রা শুরু। কিন্তু এত লোকের মাঝে রুমমেটকে খুঁজি কিভাবে! হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে এবং রুমমেট ডাকে আমরা ঐদিকে। তোকে দেখতে পাচ্ছি এইদিকে চলে আয়। শেষে নিজেদের গ্রুপের সঙ্গে মিলতে পারা। ততোক্ষণে অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী চলছে। পুরস্কার না বলে লটারি বলাই ভালো। লোকজন বিভিন্ন পুরস্কার জিতে নিচ্ছে। প্রচুর খাবারের স্টল চারদিকে। শেষে পিপাসা নিবারণের জন্য চা-কফির খোঁজ । চারদিকে প্রচুর লোকজন গ্রুপ করে বসে আড্ডা মারছে। খাবার এবং বিয়ার খাচ্ছে। সঙ্গে পরিচিত-অপরিচিত সবাই সবাইকে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এক সময় চা-কফি পাই এবং পেয়ে যাই Hatogaya Lions Club-এর গ্রুপকে। আমাদের নাম ঠিকানা দিয়ে সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানায়। নিজেদের সদস্য করি।

জাপানি স্টাইলে হাতে বিয়ার এবং তোয়ালে উপহার হিসেবে ধরিয়ে দেয় আমাদের। কিছুক্ষণ বাচ্চাদের জুস খাবার প্রতিযোগিতা দেখি। পরে মূল স্টেজের সামনে এসে নিজেদের জায়গা খুঁজে নেই। একটু পর শুরু হয় দিনের প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন গ্রুপের জাপানিজ রক গান। রাত দশটা পর্যন্ত থাকি। এক সময় অনুষ্ঠান শেষ হলে নিজেদের ঘরে ফেরার ব্যস্ততা অনুভব করি। পুরো অনুষ্ঠান আয়োজন করে Hatogaya সিটি কর্পোরেশন। লোকজন নিজেদের ময়লা নিজেরাই ময়লা ফেলার স্থানে ফেলছিল এবং ভলান্টিয়াররাও পরিষ্কার করছিল।

কোন প্রকার হৈ চৈ ছাড়াই অনুষ্ঠান শেষ হলো। এ অবস্থায় ভাবুন দেশের কথা। আর যাই হোক ময়লার কারণে ঐ অঞ্চলে পরবর্তী অনেকদিন প্রবেশ করা যেত না। অথচ পরের সপ্তাহেই মিচুয়া পার্ক ঠিক আগের অবস্থায়।

দেবাশীষ চন্দ
Email : cdm.@docomo.ne.jp